যুগান্তর

তারিখ 23 APR 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উচ্চ শিক্ষা কমিশন হবে আজ্ঞাবহ একটি সংস্থা!

যুগান্তর রিপোর্ট

মানসম্মত উচ্চশিক্ষা নিশ্চিতে চার বছর ধরে আইনের খসড়া তৈরি করে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু সেই আইন আর চূড়ান্ত হয় না। তাদের পরিকল্পনা, 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন' ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন (ইউজিসি) ভেঙে 'উচ্চশিক্ষা কমিশন' হায়ার এডুকেশন কমিশন (হেক) গঠন করা হবে। প্রস্তাবিত 'হেক' হবে স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি তারা আইনের যে খসড়া তৈরি করে, তার ওপর মতামত দেয়ার নামে অর্থ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সরকারি বিভিন্ন অধিদফতরের মতো মন্ত্রণালয়েরই এক ধরনের আজ্ঞাবহ সংস্থার সুপারিশ করেছে। এখানেই শেষ নয়, অর্থ মন্ত্রণালয় সাফ বলেছে, যেখানে ইউজিসি রয়েছে, সেখানে হেকের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

হেক গঠনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে নানা চড়াই-উৎরাই শেষে ইউজিসিই আইনের খসড়াটি তৈরি করে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পক্ষ থেকে এ ধরনের সংস্থা গঠনের দাবি প্রায় একদশক ধরে। সম্প্রতি তা গঠনের লক্ষ্যে আইনের এই খসড়া প্রণয়ন শেষে তার ওপর আইন, অর্থ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মতামত চেয়ে পাঠানো হয়। কিন্তু মতামত দেয়ার নামে এর বিভিন্ন ধারা-উপধারায় পরতে পরতে হস্তক্ষেপ করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়। প্রায় একই পথে হেঁটেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ও। দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, সম্প্রতি এই দু'মন্ত্রণালয় থেকে যে প্রস্তাবনা

৪ বছর ধরে শুধু আইনের খসড়া তৈরি

এসেছে, সে অনুযায়ী স্বাধীন আর স্বায়ত্তশাসিত কোন সংস্থা থাকছে না। আর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত হেকে শিক্ষাবিদদের নিরঙ্কুশ নেতৃত্বের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। তারা বলেছে, এতে কেবল শিক্ষক নয়, সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্য থেকেও চেয়ারম্যান বা সদস্য নিয়োগ করতে হবে। এ অবস্থায় হেক গঠন হোঁচট খেতে পারে বলে আশংকা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্টরা। ইউজিসি চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী) অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী রোববার সন্ধ্যায় যুগান্তরকে জানান, হেক গঠন এখন সময়ের দাবি। দেশে এখনই ২২ লাখ শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে। ভবিষ্যতে এই সংখ্যা আরও বাড়বে। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু যে অধ্যাদেশ বলে ইউজিসি গঠন করেন তখন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল কম। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বৃদ্ধির বাইরে অনেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ অবস্থায় দেশ ও জাতির স্বার্থে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতে অধিকতর ক্ষমতা দিতে হবে ইউজিসিকে। আর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির সহযাত্রা থাকায় ইউজিসির নামেরও পরিবর্তন আনা জরুরি। এ কারণেই হেক গঠনের প্রস্তাব। তিনি বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে প্রণীত খসড়ায় চেয়ারম্যান ও সদস্যদের পদমর্যাদা নির্ধারণ করা হয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি, বিষয়টি নিয়ে মতামত এসেছে এবং এটি আইনে না রেখে প্রধানমন্ত্রীর হাতে রাখার কথা এসেছে। শিক্ষাবিদদের পরিবর্তে সরকারি কর্মকর্তাদেরও চেয়ারম্যান-সদস্যের পদে বসার পথ খোলা রাখার কথা এসেছে। আরও এসেছে সংস্থা : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

সংস্থা : আজ্ঞাবহ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মতোই চলার ব্যাপারে। যদি আইনই করে দেয়া হয়, তাহলে মন্ত্রণালয়ের সার্বক্ষণিক নির্দেশনার প্রয়োজন হয় না। খসড়া বিষয়গুলো পরিষ্কার করা হয়েছে। অধ্যাপক চৌধুরী আরও বলেন, মানসম্মত শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন আপস করা চলবে না। তাই মতামত যা-ই এসেছে সব নিয়ে মন্ত্রীর উপস্থিতিতে চূড়ান্ত হবে। সেই অপেক্ষায় রয়েছেন তারা।

উল্লেখ্য, ইউজিসি সর্বশেষ যে খসড়া আইন প্রস্তাব করেছে তার শিরোনাম হচ্ছে, "১৯৭৩ সনের ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন অব বাংলাদেশ অর্ডার, ১৯৭৩ (পিও অব নং ১০ অব ১০ ১৯৭৩) রহিতক্রমে কতিপয় সংশোধনীসহ উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত 'বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষা কমিশন আইন ২০১২।" ৮ পৃষ্ঠার এই খসড়ায় ১৬টি প্রধান ধারাসহ শতাধিক উপধারা রয়েছে। জানা গেছে, এতে একজন চেয়ারম্যান ও ৫ জন পূর্ণকালীন সদস্য প্রস্তাব করা হয়েছে। থাকবে ৪টি ক্যাটাগরি থেকে খণ্ডকালীন সদস্য। পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ৩ জন, অধ্যাপক ও ডিন থেকে ৩ জন এবং সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে পরিকল্পনা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব পদমর্যাদার একজন থাকবেন। চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা পূর্ণমন্ত্রী ও সদস্যদের হাইকোর্টের বিচারপতির সমান করার কথা রয়েছে। মেয়াদ করার প্রস্তাব রয়েছে ৪ বছর। প্রথিতযশা শিক্ষক ছাড়া সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে এ পদে নিয়োগ পাবেন না। জানা গেছে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে নিয়োগের মত দিয়েছে। আর অর্থ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদনের ওপর জোর দিয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বলেছে, আইনের সব কার্যক্রম সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে করা যেতে পারে। নামপ্রকাশ না করে মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ইউজিসির এমন একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, উভয় মন্ত্রণালয়ের মতামত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বাধীন সংস্থার পরিবর্তে উচ্চশিক্ষাবিষয়ক একটি সরকারি অধিদফতর গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিত ও উচ্চশিক্ষাকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে একটি উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে।